কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্তির জন্য
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য
www.dae.gov.bd

ক) ভূমিকাঃ

বাংলাদেশে আধুনিক কৃষি সম্প্রসারণ এর ব্যাপ্তি অর্ধ শতাব্দীর মত হলেও এর পেছনে শতাধিক বর্ষের ঘটনাবহুল ইতিবৃত্ত রয়েছে। ১৮৬২-৬৫ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার জন্য দুর্ভিক্ষ কমিশন প্রথম কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে যার ফলশ্রুতিতে ১৮৭০ সালে রাজস্ব বিভাগের অংশ হিসেবে কৃষি বিভাগের জন্ম হয়। পরবর্তীতে ১৯০৬ সালে স্বতন্ত্র কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সময়ে ঢাকায় মনিপুর (বর্তমান জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায়) কৃষি খামারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়; যা ১০০০ একর জমি নিয়ে বিস্তৃত। খামারটি কৃষি বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। ১৯০৯ সালে উক্ত খামারে কৃষি গবেষণার জন্য একটা ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। ১৯১৪ সালে তৎকালীন প্রতিটি জেলায় একজন করে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে কৃষি বিজ্ঞানে জ্ঞানসম্পন্ন কোন কর্মকর্তা ছিলেন না। পরবর্তীতে ১৯৪৩ সালে সর্ব প্রথম বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করা গ্রাজুয়েটগণ কৃষি বিভাগে যোগদান করেন এবং তখন থেকেই বাস্তবিকপক্ষে কৃষি সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়।

১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন (ভিএআইডি) প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সম্প্রসারণ শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে উদ্ভিদ সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ১৯৬১ সালে বিএডিসি, ১৯৬২ সালে এআইএস, ১৯৭০ সালে ডিএইএম এবং ডিএআরই সৃষ্টি হলেও কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে তেমন কোন পরিকল্পিত সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকান্ডকে জোরদার করার লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড, হর্টিকালচার বোর্ড এবং ১৯৭৫ সালে কৃষি পরিদপ্তর (পাট উৎপাদন), কৃষি পরিদপ্তর (সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা) নামে ফসল ভিত্তিক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু একই কৃষকের জন্য বিভিন্নমুখী/ রকম সম্প্রসারণ বার্তা ও কর্মকান্ড মাঠ পর্যায়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সালে ফসল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে নিয়োজিত ছয়টি সংস্থা যথা ডিএ(ইএন্ডএম), ডিএ(জেপি), উদ্ভিদ সংরক্ষণ পরিদপ্তর, হর্টিকালচার বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড এবং সার্ডি একত্রিভূত করে বর্তমান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। কৃষি বিভাগ ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রবর্তিত ''প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শণ (টিএন্ডভি)'' পদ্ধতির মাধ্যমে এবং ১৯৯০ সালের পর হতে অদ্যাবধি দলীয় সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের কৃষি ও কৃষককে অত্যন্ত সফলতা ও সুনামের সাথে সেবা প্রদান করছে। অত্র অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামার বাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা -১২১৫।

রূপকল্প (Vision):

টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি।

অভিলক্ষ্য (Mission):

শস্য বহুমূখীকরণ, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি, বিপণন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং লাভজনক কৃষির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

১. ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
২. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধি
৩. কৃষি ভূ-সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ
৪. কৃষি পণ্যের সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন
৫. কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারীত্বের উন্নয়ন

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

১. কার্য পদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন
২. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
৪. দক্ষতার ও নৈতিকতার উন্নয়ন
৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা

কার্যাবলীঃ

- কৃষকের মাঝে উন্নত ও প্রচলিত লাগসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি
- কৃষি উপকরণের (সার, বীজ ও বালাইনাশক) সরবরাহ নিশ্চিতকরণে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ এবংকীটনাশক, রাসায়নিক সার ইত্যাদির মান নিয়ন্ত্রণ ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
- মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সারের (কম্পোস্ট, ভার্মি কম্পোস্ট, সবুজসার) উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি
- পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন এবং ভূ-উপরিস্থ পানির (Surface Water) ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ’
- কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ
- কৃষি তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন, উত্তম কৃষি কার্যক্রম প্রবর্তন ও নিরাপদ উৎপাদনক্ষম কৃষির জন্য IPM/ICM দল গঠন
- কৃষি উন্নয়নে নারীকে সম্পৃক্তকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি
- উদ্যান ফসল সম্প্রসারণে ফল ও সব্জির চারা/কলম উৎপাদন ও বিতরন, উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ এবং কৃষিপণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণে মান নিয়ন্ত্রণ
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষি উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় কৃষকদের প্রয়োজনীয় কৃষি প্রযুক্তি ও ঘাতসহিষ্ণু জাত সম্প্রসারণ, কৃষিঋণ প্রাপ্তিতে কৃষককে সহায়তা দান, দুর্যোগ মোকাবিলা ও কৃষি পুনর্বাসন
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণ ও উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে যন্ত্রপাতি বিতরণ।

খ) জনবলঃ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে রয়েছেন মহাপরিচালক। দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ৮টি উইং রয়েছে। সরেজমিন উইংয়ের আওতায় সারাদেশে ১৪টি অঞ্চল, ৬৪টি জেলা, ৪৯২টি উপজেলা, ১৫টি মেট্রোপলিটন অফিস ও ১৪০৩২টি ব্লক পর্যায়ে অধিদপ্তরের কর্মকান্ড বিস্তৃত রয়েছে। প্রশিক্ষণ উইংয়ের আওতায় ১৮টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), হর্টিকালচার উইংয়ের আওতায় ৭৬ টি হর্টিকালচার সেন্টার ও একটি মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট রয়েছে। উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইংয়ের আওতায় ৩০টি উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পূণর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামোতে মোট পদ সংখ্যা ২৬,৪৩৫ । ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে ৪৮৫ জন কর্মকর্তা ও ২১৮ জন কর্মচারী পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েছেন । ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৬৫০ জন কর্মকর্তা ১৭৯ জন কর্মচারী (আউটসোর্সিং)নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন। নিম্নের ছকে গ্রেড অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের জনবলের বিবরণ প্রদান করা হল

জনবল সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রেড ১	১	০	১	
২	গ্রেড ২	৮	৮	০	
৩	গ্রেড ৩	৪৭	৪১	৬	
৪	গ্রেড ৪	-	-	-	
৫	গ্রেড ৫	৩৩৭	৩২৭	১০	
৬	গ্রেড ৬	১২৭২	৭২১	৫৫১	
৭	গ্রেড ৭	-	-	-	
৮	গ্রেড ৮	-	-	-	
৯	গ্রেড ৯	১৫৪২	৯৫৭	৫৮৫	
১০	গ্রেড ১০	১৫৪৭৭	১১৭৭৪	৩৭০৩	
১১	গ্রেড ১১	৬	৫	১	
১২	গ্রেড ১২	৬	৬	০	
১৩	গ্রেড ১৩	৩৫০	৭১	২৭৯	
১৪	গ্রেড ১৪	৮৬২	৫৯৭	২৬৫	
১৫	গ্রেড ১৫	১	১	০	

১৬	গ্রেড ১৬	১৯৩৯	১০৮৯	৮৫০	
১৭	গ্রেড ১৭	১৯	১৮	১	
১৮	গ্রেড ১৮	৫০২	২৫৭	২৪৫	
১৯	গ্রেড ১৯	১৭	১৬	১	
২০	গ্রেড ২০	৩৭২১	২৮৭৮	৮৪৩	
আউট	সোর্সিং	৩২৮	০	৩২৮	
	মোট	২৬,৪৩৫	১৭,৭৬৬	৭,৬৬৯	

গ) মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

৪ বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে ১৮ টি সরকারী এটিআই ২০২১-২২ অর্থবছরে ২য় পর্বে ২৭৭৪ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। ৪র্থ পর্বে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২২৯৯ জন, ৬ষ্ঠ পর্বে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৩৪৬ জন, ৮ম পর্বে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৮৫০ জন মোট ৯২৬৯ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত। নিম্নের ছকে প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ উন্নয়নের তথ্য প্রদান করা হলঃ

প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীন	বৈদেশিক	ইন হাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	৪১০১	-	৩৯০	-	৪৪৯১	
২	গ্রেড ১০	১৯০৭০	-	৪১০	-	১৯৪৮০	
৩	গ্রেড ১১-২০	৬৬৩	-	১২৭০	-	১৯৩৩	
	মোট	২৩৮৩৪	-	২০৭০		২৫৯০৪	

ছক-২ (খ) : মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চ শিক্ষা)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চ শিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট	-	-	-	-	

বৈদেশিক সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চ শিক্ষা				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট	-	-	-	-	

ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- **কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত আধুনিক কলাকৌশল কৃষকের নিকট সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য শস্য উৎপাদন। নিম্নে ২৮টি ফসলের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন প্রদত্ত হলো।**

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	২০২১-২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ মেট্রিক টন)	২০২১-২২ অর্থবছরের উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)	মন্তব্য
১	ক) আউশ	৩৪.৮৩৬	৩০.০০৮	ডিএই ও বিবিএস সমন্বয়কৃত
	খ) আমন	১৫০.৪৬৫	১৪৯.৫৮৪	ডিএই ও বিবিএস সমন্বয়কৃত
	গ) বোরো	২০৯.৫১৩	২০৯.৭৬৮	বিবিএস এর সাথে সমন্বয় চূড়ান্ত হয়নি।
	মোট চাল	৩৯৪.৮১৪	৩৮৯.৩৬	বিবিএস এর সাথে সমন্বয় চূড়ান্ত হয়নি।
২	গম	১২.২৬৪	১১.৬৭৩	বিবিএস এর সাথে সমন্বয় চূড়ান্ত হয়নি।
৩	ভুট্টা	৫৮.৭৫০	৫৬.২৯৭	ডিএই কর্তৃক প্রাক্কলিত
৪	আলু	১০৬.৫১৬	১১০.৫৮৩	বিবিএস এর সাথে সমন্বয় চূড়ান্ত হয়নি।
৫	মিষ্টিআলু	৭.০৫৪	৬.২৬৬	ডিএই কর্তৃক প্রাক্কলিত
৬	পাট	৮৬.১০৬	৮৪.৩২৪	ডিএই ও বিবিএস সমন্বয়কৃত
৭	সবজি	২০০.১৯০	২১৬.৭০৩	ডি এই কর্তৃক প্রাক্কলিত
		তৈল জাতীয় ফসল		
৮	সরিষা	৮.২১৭	৮.২৪৩	ডি এই কর্তৃক প্রাক্কলিত
৯	চীনাবাদাম	১.৭২৪	১.৭০২	”
১০	তিসি	০.০২০	০.০১২	”
১১	তিল	০.৮৮১	০.৭৬৩	”
১২	সয়াবিন	১.৩৯০	১.৪৩৯	”
১৩	সূর্যমূখি	০.২৬১	০.১৫৯	”
	মোট তেল	**১২.৪৯২**	**১২.৩১৮**	**”**
		ডাল জাতীয় ফসল		
১৪	মসুর	২.৬০০	২.০৭৬	”
১৫	ছোলা	০.০৫৯	০.০৪৯	”
১৬	মুগ	৩.৩৬৭	২.৮৩৪	”
১৭	মাসকলাই	০.৪৩২	০.৭০৬	”
১৮	খেসারি	৩.০১৫	২.৬৩৩	৯৩৭ হেক্টর গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।
১৯	মটর	০.১৫৮	০.১২৪৭৯	ডি এই কর্তৃক প্রাক্কলিত
২০	অড়হড়	০.০০৬	০.০০৩৪৯	”
২১	ফেলন	০.৫২০	০.৩৫৭০৬	”
	মোট ডাল	**১০.২০৯**	**৮.৩৮৩**	**”**
		মসলা জাতীয় ফসল		
২২	পিঁয়াজ	৩৫.০৪২	৩৬.৪০৯	”
২৩	রসুন	৮.১৯০	৭.৭০২	”
২৪	ধনিয়া	০.৬৩৩	০.৬৪২	”
২৫	মরিচ	৩.২৩৭	২.৯৮৪	”
২৬	আদা	২.০৭১	-	”
২৭	হলুদ	১.৭৯১	-	”

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	২০২১-২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ মেট্রিক টন)	২০২১-২২ অর্থবছরের উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)	মন্তব্য
২৮	কালিজিরা	০.১২৯	০.১২৬	”
	মোট মসলা	৫১.০৯৩	৪৭.৬৮৩	”

- পাটের উৎপাদন লক্ষ বেল।

২০২১-২২ অর্থবছরে গৃহিত প্রণোদনা ও পুণর্বাসন কার্যক্রম:

- রোপা আমান/ ২০২১-২০২২ মৌসুমের বন্যার সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আগাম প্রস্তুতি হিসেবে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে নাবী জাতের রোপা আমন ধানের বীজ সরবরাহের জন্য বীনামূল্যে বীজ সহায়তা প্রদান নিমিত্ত বাংলাদেশের ২৯টি জেলায় ৩৪০০০ জন কৃষকের মাঝে সর্বমোট ১২৫.৬০০০০ লক্ষ টাকার আপদকালীন কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি।
- ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২০২১-২০২২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের ১৮টি জেলায় ১৮০০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সর্বমোট ১৫৭৮.৬০০০০ লক্ষ টাকার বীনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি।
- ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২০২১-২০২২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের ১৮টি জেলায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সর্বমোট ২৬৭.৫০০০০ লক্ষ টাকার কর্মসূচি।
- ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে খরিপ/২০২১-২০২২ মৌসুমে উচ্চ ফলনশীল পাট বীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বাংলাদেশের ৫৩টি জেলায় ১০০০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সর্বমোট ৩৮৫.৫০০০০ লক্ষ টাকার নাবী পাট বীজ উৎপাদন বাস্তবায়ন কর্মসূচি।
- ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে খরিপ/২০২১-২০২২ মৌসুমে উচ্চ ফলনশীল পাট বীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বাংলাদেশের ৫৩টি জেলায় নাবী পাট বীজ উৎপাদন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সর্বমোট ২৯০.২৮০০০ লক্ষ টাকার কর্মসূচি।
- ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে খরিপ-২ মৌসুমে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৩৫টি জেলায় ৫০০০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সর্বমোট ৩৪৫.৫০০০০ লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবরাহ সহায়তা প্রদানের জন্য কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি।
- ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে রবি/২০২১-২২ মৌসুমে গম, ভূট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, শীতকালীন পেঁয়াজ, মুগ, মসুর ও খেসারি ফসলের আবাদ ও উপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ১৩০০০০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সর্বমোট ১৩১৪৪.৩০০০০ লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীজ, সার সরবরাহ ও নগদ অনুদান সহায়তা প্রদানের জন্য কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি।
- ২০২১-২২ রবি মৌসুমে বোরো ধানের সমলয়ে চাষাবাদ (Synchronize Cultivation) ব্লক প্রদর্শণী স্থাপনের নিমিত্ত বাংলাদেশের ৬১টি জেলায় ১৫০০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সর্বমোট ১৩৬৪.৫০০০০ লক্ষ টাকার কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে রবি মৌসুমে বোরো ধানের হাইব্রিড জাতের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ১৫০০০০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সর্বমোট ৬৯৩০.৫০০০০ লক্ষ টাকার কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে রবি মৌসুমে বোরো ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ৬০০০০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সর্বমোট ৩৪৫০.০০০০০ লক্ষ টাকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার সহায়তা প্রদান কর্মসূচি।
- ২০২১-২২ অর্থ বছরে রবি/২০২১-২২ মৌসুমে গম, ভূট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, শীতকালীন পেঁয়াজ, মুগ, মসুর ও খেসারি ফসলের আবাদ ও উপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবরাহ কর্মসূচিতে আনুষঙ্গিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয় বাবদ খাতে ১৭৭.৪০০০০ লক্ষ কর্মসূচি।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে খরিফ-১/ ২০২২-২৩ মৌসুমে উফশী আউশ ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ৫৬৫৬৫০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সর্বমোট ৪৩৯৫.৬৮১০০ লক্ষ টাকার বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ কৃষি প্রণোদনা (বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ) কর্মসূচি।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে খরিফ/ ২০২২-২৩ মৌসুমে গ্রীস্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের ১৮টি জেলায় ১৮০০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সর্বমোট ১৫৭৬.৪০০০০ লক্ষ টাকার বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ কৃষি প্রণোদনা (বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ) কর্মসূচিঃ

- 2021-22 অর্থ বছরে এমডি-২ সুপার সুইট জাতের আনারসের চারা ব্যবহারের মাধ্যমে আনারসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জন্য বাংলাদেশের ০২টি জেলায় ১২৭ কৃষকের মাঝে সর্বমোট ৪৯৬.৫৮০০০ লক্ষ টাকার বিনামূল্যে ও প্রান্তিক চারা সহায়তা প্রদান কর্মসূচী:।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে খরিফ-১/ ২০২২-২৩ মৌসুমে আমন ধানের উফশী জাতের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ৩৫৫৭০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সর্বমোট ২১৭৮.৬৬২৫০ লক্ষ টাকার বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ বাবদ কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি
- চলতি রোপা আমন/২০২১-২২ মৌসুমে বন্যার সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আগাম প্রস্তুতি হিসাবে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত সিলেট অঞ্চলের ৪টি জেলায় (সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে রোপা আমন ধানের নাবী জাতের বীজ ও সার সরবরাহের জন্য ৩৪৩৫৮৯.০০ টাকা পুনর্বাসন কর্মসূচি

- **২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রদর্শনী:**

- আধুনিক নতুন জাত ও প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে দ্রুত পৌঁছানোর লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতের আওতায় ৫০ কোটি ০৯ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ব্যয়ে মোট ৯৬৪১০টি বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।

- **রবি মৌসুমে স্থাপিত প্রদর্শনী:**
  বোরো ধান-১৬৯৫০টি, শীতকালিন ভুট্টা (হাইব্রিড)-১৫৮০০টি, সুইট কর্ণ-৪০টি, গম-৬৫৯০টি, সরিষা-১৯০০০টি, চিনাবাদাম (শীতকালিন)-১৪৫০টি, পিঁয়াজ-৩৫০০টি, সয়াবিন-৪০০টি, আখ-৪০০টি, মোট - ৬৪১৩০টি প্রদর্শনী।

- **খরিফ-১ মৌসুমে স্থাপিত প্রদর্শনী:**
  আউশ ধান-৮৬০০টি, পাট-৪০০০টি, গ্রীষ্মকালীন মুগ-১০০০টি, টমেটো (গ্রীষ্মকালীন)-১০০টি, মোট-১৫৬০০টি প্রদর্শনী

- **খরিফ-২ মৌসুমে স্থাপিত প্রদর্শনী:**
  রোপা আমন-১৬৬৮০টি ।

ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্ভাবিত জাত এবং প্রযুক্তির সম্প্রসারণঃ

- ২০২১-২২ অর্থ বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমগুলো হলো কৃষক প্রশিক্ষণ -৫,৫৯,৪১০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ - ১৮,৯৬০ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ২৮৮০ জন, আধুনিক ও উন্নত জাতের প্রদর্শনী স্থাপন- ২,১২,৮৫৬ টি, মাঠ দিবস -১৮,৪৭৫টি, জাতীয় ও আঞ্চলিক কর্মশালা ১২০টি।

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণঃ

- সব্জী ও ফল উৎপাদনে বিভিন্ন প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জৈব বালাইনাশক ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। নিরাপদ ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৮৭টি জৈব বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে শাকশব্জী, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড়ের ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশকভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন সম্প্রসারণ প্রকল্প ও পরিবেশ বান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে।
- অধিকতর ক্ষতিকারক বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। কম ক্ষতিকর ও পরিবেশ বান্ধব বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন প্রদান উৎসাহিত করা হচ্ছে।

আপদকালীন পরিস্থিতিতে টেকসই ও লাভজনক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণঃ

- হাওরভুক্ত জেলাসমূহে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বোরো মৌসুমে বোরো আবাদের পরিমান ৪ লক্ষ ৫২ হাজার ১ শত ৩৮ হেক্টর। নানা প্রতিকুলতার মধ্যেও শতভাগ ধান কর্তন করে কৃষকের ঘরে আনা হয়েছে।
- আউশ ধানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- কৃষিতে করোনা ভাইরাসের প্রভাব এড়াতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহে খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- করোনা সময়কালে ও এর পরবর্তী সময়ে যাতে দেশের মানুষের খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রদানকৃত ২১ দফা নির্দেশনা অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে কাজ চলমান আছে।
- প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা ও বিভিন্ন সময়ের প্রদানকৃত নির্দেশনা মোতাবেক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার নিমিত্ত যাতে কোন জমি পতিত না থাকে এবং আবাদযোগ্য জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয় সে জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট মাঠ নির্দেশনা রয়েছে।
- কৃষকের উৎপাদিত ধান বিক্রয়ের সুবিধার জন্য প্রতি ইউনিয়নে ২৬৭৩ টি আর্দ্রতামাপক যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

সারজাতীয় পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা জোরদারকরণঃ

- ২০২১-২২ অর্থবছরে 'সার আমদানি ও বাজারজাতকরণ' নিবন্ধন সনদ -৩৯৯টি, 'সার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ' নিবন্ধন সনদ -১০টি (জৈব সার-৭টি),'সার পরিবেশক' নিবন্ধন সনদ -৩৪৩টি প্রদান করা হয়েছে।

- ইউরিয়া সারের ব্যবহার হ্রাস, জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি ও সুষম সার ব্যবহারের মাধ্যমে জমির স্বাস্থ্য রক্ষা ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উদ্যান ফসলের সম্প্রসারণঃ

- ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭৬টি হর্টিকালচার সেন্টারের মাধ্যমে ১৯৩১৯৫৮ টি ফলের চারা, ১১০৮৮৭৭টি ফলের কলম, ৪১৪৮৮৭ টি মসলার চারা, ৩৩২৪২০১ টি গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজির চারা, ৯৫১৯৭ টি ওষধি চারা, ১৮৮৬৮ টি নারিকেল চারা উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে। মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক মাশরুম স্পন উৎপাদিত হয়েছে ১৯৯ কেজি। যা সরকারী কোষাগারে জমা হয়েছে।

- ২০২১-২২ অর্থবছরে ফল-সবজির চারা/কলমসহ বিভিন্ন বীজ ও অন্যান্য চারা/কলম ও দ্রব্যাদির বিক্রয় বাবদ হর্টিকালচার সেন্টার সমূহের মাধ্যমে মোট রাজস্ব আয় অর্জিত হয়েছে ৬,০১,৮৩,৩৪৭ টাকা, যা সরকারী কোষাগারে জমা হয়েছে।

দুর্যোগঝুকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন কার্যক্রমঃ

- ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ব্রি হাইব্রিড-২: ৮৯০হে., ব্রি হাইব্রিড-৪: ৬০৫ হে., ব্রি হাইব্রিড-৬: ১৪১ হে., ব্রি হাইব্রিড-৫০১১০৫ হে., ব্রি ধান-৫১: ২৪০১২০ হে., ব্রি ধান-৫২: ৩১৫১১০ হে., ব্রি ধান-৬২: ১৮১১০ হে., ব্রি ধান-৬৪: ১১৩ হে., ব্রি ধান-৭০: ১১০৬হে., ব্রি ধান-৯২: ২৩০১১৩ হে., ব্রি ধান-৯৪: ৫২০ হে., ব্রি ধান-৮১: ১০৫ হে., ব্রি ধান-৮৯: ১০৬ হে., জমিতে আবাদ হয়েছে।
- উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় ব্রিধান-৪৭, ব্রিধান-৫৩, ব্রিধান-৫৪, ব্রিধান-৬১, বিনা ধান-৮ ও বিনা ধান-১০ সম্প্রসারণ, বন্যাপ্রবণ এলাকায় ব্রিধান-৫১, ব্রিধান-৫২ এবং খরা এলাকায় বিনা ধান-৭ ও ব্রিধান-৩৩, ব্রিধান-৩৯, ব্রিধান-৫৬, ব্রিধান-৫৭, কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয়করণ ও সফলভাবে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।
- গমের তাপ সহিষ্ণু জাত বারি গম-২৬, বারি গম-২৭, বারি গম-২৮, বারি গম-৩০ এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত বারি গম -২৫ সম্প্রসারণের ফলে গমের একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- দুর্যোগ, ঝুকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন বা খাপ খাওয়ানোর নিমিত্ত আধুনিক লাগসই কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি ও মসলা চাষ সম্প্রসারণ করে সবজি ও মসলা উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে যা world heritage হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ঢাকা ও অন্যান্য শহরে ছাদ বাগান স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

উন্নয়ন সহায়তা বা ভর্তুকি মূল্যে কৃষি যান্ত্রিকীকরণঃ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় জুলাই/২০২০ থেকে জুন/২০২৫ মেয়াদে ৩০২০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে "সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পের আওতায় ৫ বছরে ১২ ক্যাটাগরির ৫১৩০০টি যন্ত্র ভর্তুকিমূল্যে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হবে। ভর্তুকির পরিমাণ হাওড় ও উপকূলীয় এলাকার জন্য যন্ত্র মূল্যের ৭০% এবং দেশের অন্যান্য এলাকার জন্য ৫০%। এই প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত কম্বাইন্ড হারভেস্টর (ধান ও গম)- ৪৩৮৯টি, রিপার-৬০২টি, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার- ৪৪টি, সিডার- ৩২টি পাওয়ার থ্রেসার- ৫১4টি, ড্রায়ার-০৯টি, পাওয়ার স্প্রেয়ার- ৮৪৩টি, মাইক শেলার- ১৬১টি, পটেটো ডিগার-১৬টি মোট ৬৬১০টি কৃষি যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানি ও রপ্তানিঃ

- মানসম্পন্ন কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৪০০ টি উদ্যান ফসল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এর নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে।

- ২০২১-২২ অর্থ বছরে বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন ফি, আমদানি লাইসেন্স, ফরমূলেশন লাইসেন্স, হোলসেল লাইসেন্স, রিপ্যাকিং লাইসেন্স, বাজারজাতকরণ লাইসেন্স, পেস্ট কন্ট্রোল লাইসেন্স ফি, কীটনাশক পরীক্ষা ফি, রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ মোট ৬.৯৪,৯৬,৩২০/- রাজস্ব আয় হয়েছে। যা সরকারী কোষাগারে জমা হয়েছে।

- ২০২১-২২ অর্থ বছরে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানির জন্য আমদানি অনুমতিপত্র (Import Permit) প্রদান ও রপ্তানির জন্য উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সনদ পত্র (Phytosanetary Certificate) প্রদান বাবদ মোট আমদানি ও রপ্তানি আয় হয়েছে ১০৫,৩৬,৫৮,৫২৫/-টাকা। যা সরকারী কোষাগারে জমা হয়েছে।

- সংগনিরোধ উইং এর সকল কার্যক্রম অটোমেশন সিস্টেমের আওতায় International Finance Corporation (IFC) এর তত্বাবধায়নে Syness IT(Information Technology) এর সহযোগিতায় অটোমেশন কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে এবং Managed Service Model এর কার্যক্রম চলছে। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর সমূহে releage Order প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে।

- কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর মাধ্যমে রপ্তানি যোগ্য ফল ও শাক-সবজি উৎপাদনের জোরদার মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে।

- এখন পর্যন্ত ফসলের ওপর ১৬টি, বালাই ঝুঁকি বিশ্লেষণ এর ওপর ৩টি সহ মোট ১৯টি (PRA) কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

- ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৪ বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে ১৮ টি (সরকারী) এটিআই-এ ৯২৬৯ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছিল।
- কৃষি বহুমূখীকরণ ও নিবিড়করণ, চাষী পর্যায়ে মানসম্মত বীজ প্রাপ্তি, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা, বছর ব্যাপি ফল উৎপাদনে পুষ্টি উন্নয়ন, নগর কৃষি উন্নয়ন,পরিবেশ বান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন, অঞ্চল ভিত্তিক বৈষম্য দূরিকরণ, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন বা খাপ খাওয়ানোর নিমিত্ত ৩২টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাণিজ্যিক কৃষি :

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মধুসহ বিভিন্ন ফলের জ্যাম, জেলি, আচার, জুস ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে কৃষক, কৃষক সংগঠন ও বেসরকারী উদ্যোক্তাগণকে উৎসাহিত করার জন্য প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বছরব্যাপী ফল উৎপানের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ পর্যন্ত ১৫৩৬ জন চাষীকে ফল প্রক্রিয়াজাতকরণের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় রাঙামাটি জেলার নানিয়ারচর হর্টিকালচার সেন্টারে ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এই কেন্দ্রে আনারস প্রক্রিয়াজাত করে আনারস থেকে চিপস (ড্রাই ফ্রুট) উৎপাদনের কাজ শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে কাঁঠাল ও মিষ্টি আলু থেকেও চিপস তৈরী করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মাশরুম, উৎপাদন,সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে দুই মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রায় ৮৪০ জন বেসরকারী উদ্যোক্তা তৈরী করা হয়েছে। বর্তমানে উদ্যোক্তাগন মাশরুম তাজা,শুকনা,পাউডার আকারে বাজারজাত করছেন। তাছাড়া মাশরুমজাত পণ্য যেমন মাশরুমের স্যূপ, মাশরুমের জ্যাম, জেলী,আচার, চিপসসহ বিভিন্ন পণ্য তৈরী করে বাজারজাত করছে। কৃষি সম্প্রসারণ

অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রতি বছরই ফলমেলা, সবজীমেলা, মধুমেলা ও খাদ্যমেলার আয়োজন করা হয়। বেসরকারী উদ্যোক্তাগণ কৃষিজাত পণ্যে প্রক্রিয়াজাত করে যেমন জ্যাম, জেলী, আচার ইত্যাদি মেলায় বাজারজাত করে থাকে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীণ " কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ণ ও সম্প্রসারণ " শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম দেশের পার্বত্য অঞ্চল ও অন্যান্য উপযোগী এলাকায় কফি ও কাজুবাদাম চাষ, সম্প্রসারণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং আর্থ সামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আধীনে দশ লক্ষ কাজুবাদাম ও কফির চারা রোপন করা হয়েছে। আগামী ৩/৪ বছরের মধ্যে এগলোর ফলন পাওয়া যাবে। এছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষি বাণিজ্যিকিকরণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলো হচ্ছে Crop Commercialization and Productivity Improvement Project, ঢাকা অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প এবং মধুপুর ট্রাক্ট অঞ্চলে উদ্যান ফসল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প ইত্যাদি । প্রস্তাবিত মধুপুর ট্রাক্ট অঞ্চলে উদ্যান ফসল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত আনারস, কফি, কাজুবাদাম ও কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনের জন্য মধুপুরে একটি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট অবকাঠামো ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট স্থাপন করা হবে। এছাড়াও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্টের নিকটেই Vapor Heat Treatment Plant (VHT) স্থাপন করা হবে।

নারী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনঃ

- বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নারী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দেশের কৃষক পরিবারের প্রায় ৩০% নারীকে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে কৃষিকাজে সম্পৃক্ত করেছে।
- সকল ধরনের প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শণীর কার্যক্রমে শতকরা ৩০ ভাগ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। কৃষাণী ও নারী উদ্যোক্তাদের কৃষি উৎপাদন, খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বিধান ও আর্থিক সাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে আয়বর্ধক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছেন ১,২৭,৭০৮ জন কৃষাণী।
- র্ভামিকম্পোষ্ট, ট্রাইকো কম্পোস্ট ও কম্পোস্ট পিট, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, ছাদবাগান, বীজ সংরক্ষণ ও বিপনন প্রভৃতির মাধ্যমে নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রমে উৎসাহিত করা হচ্ছে। প্রতি ইউনিয়নে ১টি করে ৪৫০০ এসএমই চালু রয়েছে; প্রতি এসএমই ৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত যার মধ্যে ১ জন নারী সদস্য আবশ্যক করা হয়েছে।

কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংক একাউন্টঃ

- কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডধারী কৃষকের সংখ্যা- ২,০৫,৯৯,৮৬৯ জন তন্মধ্যে পুরুষ কৃষকের সংখ্যা- ১,৯২,৩৪,৬৩৯ জন এবং মহিলা কৃষকের সংখ্যা- ১৩,৬৫,২৩০ জন এবং ১০ টাকার ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ১,০৫,০৫,৩৬৬টি তন্মধ্যে পুরুষ কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ৯৮,৭৫,৭৩৯টি এবং মহিলা কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ৬,২৯,৬২৭টি । বর্তমানে সচল ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ৯৪,০৫,৫৫১টি তন্মধ্যে পুরুষ কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ৮৮,২৮,৬৯২টি এবং মহিলা কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ৫,৭৬,৮৫৯টি ।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক স্মার্ট কৃষি কার্ড ও ডিজিটাল কৃষি (পাইলট) প্রকল্প নামক একটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয় এপ্রিল, ২০২২-জুন ২০২৫ মেয়াদে। এই প্রকল্পের আওতায় যে সকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো:

স্মার্ট কৃষিকার্ড ও ডিজিটাল কৃষি (পাইলট) প্রকল্পে ১ (এক) কোটি ৬২ (বাষট্টি) লক্ষ কৃষকের ডিজিটাল প্রোফাইল তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা জুন, ২০২৫ সালে সম্পন্ন হবে। কৃষকের ডিজিটাল প্রোফাইল এর ডেটাবেজ ব্যবহার করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি / কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করা সম্ভব হবে। ডিজিটাল উপায়ে ১ (এক) কোটি ৬২ (বাষট্টি) লক্ষ কৃষকের সাথে সম্প্রসারণকর্মী ও কৃষি বিশেষজ্ঞগণের যোগাযোগ, তথ্যের আদান প্রদান ও এলাকা ভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

ই-কৃষি সম্প্রসারণঃ

- কৃষির আধুনিকায়নে ডিজিটাল সেবা সমূহ (লক্ষণ দেখে রোগ বালাই নির্ণয়, নিরাপদ বালাইনাশক ব্যবহার, অনলাইন বা অফলাইন সার সুপারিশ, কৃষি কল সেন্টার) কৃষককে প্রদান করা হচ্ছে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।
- সারাদেশে ১৬২১ টি কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র (ফিয়াক) স্থাপন ও কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'কৃষি বাতায়ন' এবং 'কৃষকবন্ধু' ফোন সেবার মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক সব ধরনের তথ্য প্রদান চলমান আছে।

- মাঠ পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের উদ্ভাবিত- ৩৭টি উদ্ভাবন রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন ।

মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমঃ

- ২০২১-২২ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে ৬১টি জেলায় ৫০০০ একর জমিতে বোরো ধানের সমলয় চাষাবাদের ১০০টি ব্লক প্রদর্শণী বাস্তবায়ন করা হয়।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু কৃষি উৎসব ৬৪টি জেলায় ৭৮টি ইউনিয়নে একযোগে এ উৎসব শুরু হয়ে বছরব্যাপী সকল ইউনিয়নে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিজস্বভাবে সীমিত আকারে ৬৭২ টি কৃষি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে পারিবারিক সবজি ও পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার টি। এছাড়াও "অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্প" এর আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১,০১,৩৮৯টি পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে।
- কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রথমবারের মত "কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০" প্রদান করা হয়েছে। কৃষি বিজ্ঞানী, উদ্যোক্তা, উৎপাদনকারী, বানিজ্যিক কৃষি খামার স্থাপনকারী, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী ও কৃষি সংগঠকদের মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে নির্বাচন করে প্রতি বছরে এই সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। এ বছর কৃষির উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য ১৩ জনকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।
- ১ লাখ ২০ হাজার বর্গমিটার বা ১২ লাখ ৯২ হাজার বর্গফুট ক্যানভাসে সোনালী ও গাঢ় বেগুনী রং এর ধান গাছ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি যা গ্রিনিজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে অফিসিয়ালি নথিভুক্ত করা হয়েছে।
- 'মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার কৃষি হবে দুর্বার শিরোনামের ভিডিওটি ডিএই এর অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা হয়েছে এবং ডিএই'র আওতাধীন কার্যালয় সমূহের ওয়েব পোর্টালের ইউটিউব গ্যালারিতে ভিডিওর আপলোড করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৬৪টি নিরাপদ কৃষকের বাজার স্থাপন করা হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রমঃ

- Back to the Jute,Back to the Nature শ্লোগানকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রথমবারের মত এককভাবে আন্তজার্তিক মেলা Floriade Expo-22 এ অংশগ্রহন করে। মেলা শুরু হয় ১৪ এপ্রিল, ২০২২ এবং শেষ হবে ৯ অক্টোবর, ২০২২। ছয়মাসব্যাপী দীর্ঘ এ মেলা যজ্ঞে বাংলাদেশের প্যাভিলিয়ন ১০১ এ নৌকা, পাট ও পাটজাত পণ্য ছাড়াও আছে জাতীয় ফুল শাপলা। উল্লেখ্য দশ বছর অন্তর অন্তর আয়োজিত এ মেলা এবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে Almere, Netherlands এ। বাংলাদেশ সহ ৩২টি দেশ অফিসিয়াল পার্টনার হিসাবে মেলায় অংশ গ্রহন করছে।
- শস্য বহুমূখীকরণের লক্ষ্যে দক্ষিণাঞ্চলে মুগ, খেসারী, বারি মসুর, ফেলনসহ বিভিন্ন ডাল ফসল সম্প্রসারণ কার্যক্রম ও বিভিন্ন রকম তৈল ফসল বিশেষ করে তিল, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫ ইত্যাদি আবাদ উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে উক্ত ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ।
- "কৃষি খাতে বিশেষ প্রণোদনামুলক পুনঃ অর্থায়ন" এবং "নভেল করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় শস্য ও ফসল খাতে ৪% রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋণ প্রদান" স্কীমসমূহ বাস্তবায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্পৃক্ততা, সহযোগিতা ও তদারকি এবং উপজেলা কৃষি অফিসসমূহের করনীয় সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রেরণ করা হয়েছে। কৃষি কাজে নিয়োজিত সকল ধরণের কৃষককে সহজ শর্তে ডাল, তেল, মসলা ও ভূট্টাসহ ১২৪ টি শষ্যের ওপর ৪% হারে কৃষি ঋণ দেয়া হচ্ছে।

- বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে আম উৎপাদনে ৭ম এবং প্রতি বছর ১৬ শতাংশ হারে আমের উৎপাদন বাড়ছে। দেশী ফলের উন্নত জাত সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদেশী ফল যেমন ড্রাগন, এভোকাডো, আরবী খেজুর, রামবুটান, পর্সিমন এর চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে ১১০০০ টি মিশ্রফল বাগান, ৪৫০০ টি বানিজ্যিক ফলবাগান, ১৭০০০ টি বসতবাড়ি বাগান স্থাপন এবং কৃষক প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন করা হয়েছে।

- সারাদেশে নারিকেল, তাল ও খেজুর চাষ বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান। এরই মধ্যে ৭ লাখ খাটো জাতের নারিকেল চারা, ৩০ লাখ তালের চারা, ১০ হাজার খেজুরের চারা রোপন করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের অপ্রচলিত ও বিদেশী ফল চাষে উৎসাহ প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

- ভোজ্য তেলে আমদানি নির্ভরতা হ্রাসে তিন বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা (২০২২-২৩ হতে ২০২৪-২৫) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম, ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন ত্রাণ কার্যক্রমে আলুসহ অন্যান্য সবজি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে ফলে কৃষক তাঁর উৎপাদিত পণ্যের ভালো দাম পেয়েছে।
- করোনাকালীন পণ্যবাহী গাড়ী চলাচল স্বাভাবিক রাখা হয়েছে ফলে শাকসবজিসহ অন্যান্য ফসল দূরবর্তী বাজারসমূহে বাজারজাতকরণ নিশ্চিত হয়েছে।
- **’এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে’ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর** এই নির্দেশনা মোতাবেক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে যাতে কোন জমি পতিত না থাকে এবং আবাদযোগ্য জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয় সেজন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ঙ) উন্নয়ন প্রকল্পঃ

২০২১-২২ অর্থ বছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কৃষি বহুমূখীকরণ ও নিবিড়করণ, চাষী পর্যায়ে মানসম্মত বীজ প্রাপ্তি, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা, খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা, ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বছর ব্যাপি ফল উৎপাদনে পুষ্টি উন্নয়ন, লেবু জাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, কন্দাল ফসলের উন্নয়ন, আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ, ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি, সম্মন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন, অঞ্চলভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় বৈষম্য দূরিকরণ, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন বা খাপ খাওয়ানোর নিমিত্ত আরএডিপি ভুক্ত ৩১ টি প্রকল্প এবং আরএডিপি বর্হিভুত ১ টি প্রকল্পসহ মোট ৩২ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান/বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৩১ টি প্রকল্পের মোট আরএডিপিতে বরাদ্ ১৭০৯.৪৪০কোটি টাকা, তম্মধ্যে মোট ব্যয় হয়েছে ১৬৮১.২১৮ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৯৮.৩৫%। এছাড়া ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপি বর্হিভুত ১টি প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ০.৮৫৬৭ কোটি টাকা, তম্মধ্যে মোট ব্যয় ০.৮৫৪৭৭ কোটি টাকা।

১। ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলাজি প্রোগ্রাম -২য় পর্যায় (এনএটিপি-২)

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রধান প্রধান ফসলের (ধান, গম,আলু, টমেটো ও কলা ইত্যাদি) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। সিআইজি গঠন ও নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ, মানসম্পন্ন ফলের চারা/কলম উৎপাদন। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বাজার প্রবেশাধিকার ব্যবস্থার উন্নয়ন। প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিস্তার ও গ্রহণে কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ সেবা এবং কৃষকের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং ফসল কর্তনোত্তর ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস। ভ্যালু চেইন ও বাজার সংযোগ কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যমান/নবগঠিত কৃষক গ্রুপ ও প্রডিউসার অর্গানাইজেশন (PO)-সমূহের স্থায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ অক্টোবর/১৫-জুন/২৩
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৬০৭৪৬.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৫৭ টি জেলার ২৭০ টি উপজেলা ও ২৭১৫টি ইউনিয়ন।
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১০৬৬৮.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১০০৮৩.৮৪ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: মাঠ দিবস- ৬১০২টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ৭৭৫ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ২৭ব্যাচ,প্রদর্শনী স্থাপন- ৩২৯১০ টি, আঞ্চলিক কর্মশালা- ৮ টি।

২। উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষন (৩য় পর্যায়) প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রাতিষ্ঠানিক কৃষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, ১০৬টি উপজেলায় কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ ও ২০টি ইউনিয়ন কৃষক সেবা কেন্দ্র নির্মাণ, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৃষকের পরিকল্পিত, বাস্তবধর্মী ও হাতে কলমে প্রশিক্ষন এর মাধ্যমে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন, সম্প্রসারণ কর্মীদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি গবেষণা লব্ধ ফলাফল ও মাঠ পর্যায়ের ফলাফলের মধ্যে ফলন পার্থক্য কমানো।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জানুয়ারি/১৮-ডিসেম্বর/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৫১৯৪.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ বাংলাদেশের সকল জেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৫৪০৬.৫৯ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ কৃষক প্রশিক্ষণ- ৫১৮ ব্যাচ, মাঠ দিবস- ১৬৯টি, খামার প্রদর্শনী- ৪৬৯টি, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-৪ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ৮ ব্যাচ।

৩। বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ আধুনিক ও টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি, সামগ্রিক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ সেবা ও মানব সম্পদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, সকল শ্রেণির কৃষক পরিবারের পুষ্টিগত অবস্থার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ পদ্ধতির সক্ষতমতা বৃদ্ধি, প্রকল্প কার্যক্রমে ৩০% মহিলা সম্পৃক্তকরণ।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৮-জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫৫০৯.৫২ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ যশোর অঞ্চলের ৬টি জেলা ও ৩১ টি উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১০৫০.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১০৪৪.৩১লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ- ১২৫ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ৬ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৩ ব্যাচ, মাঠ দিবস- ১০৯টি,আঞ্চলিক কর্মশালা- ১টি, প্রদর্শনী- ১৪৪০টি ।

৪। নগর কৃষি উৎপাদন সহায়ক (পাইলট) প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ বিদ্যমান বাড়ির ছাদ, স্কুল কলেজ প্রাঙ্গনের অনাবাদি জায়গা এবং সহজলভ্য সম্পদের সদ্বব্যবহার এর মাধ্যমে নগর কৃষি উন্নয়ন, পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং সবুজায়ন, সর্বোপরি নগর পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৮-র্মাচ/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯৩০.১৮০লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ঢাকা জেলার ৬টি মেট্রোপলিটান কৃষি অফিস ৬টি ও সাভার পৌরসভা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৭১.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৬১.০০লক্ষ টাকা।

৫। গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষিরা ও পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, উপযুক্ত শস্য জাত, মানসম্পন্ন বীজ, যথাযথ মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, জৈব সার ও জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষি ফসলের গড় ফলন পার্থক্য হ্রাস, আয়বর্ধক কাজে ৫% মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৮-জুন/২৪

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৭৩১৭.৩৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ৫টি জেলার সকল উপজেলা।

২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১১৯০.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১১৮৫.৯১৫ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ- ২৬২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ১০ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৩ ব্যাচ, প্রদর্শনী- ৪৬২৩টি, মাঠ দিবস- ৪১৬টি, আঞ্চলিক কর্মশালা-১টি।

৬। নিরাপদ উদ্যানতাত্তিক ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ নিরাপদ উদ্যান ফসল উৎপাদন, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও মূল্য সংযোজন, দক্ষতা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি তথা দারিদ্র বিমোচন, মহিলাদের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন ইত্যাদি।
প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৮-জুন/২২
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৯৪০.৫৮৫ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ২৭টি জেলার ৫২টি উপজেলা।
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৪১৯.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৪১৬.৮৬ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ- ৫২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ১০ব্যাচ, প্রদর্শনী- ৩০৯টি, মাঠ দিবস- ৫৪টি।

৭। ক্লাইমেট-স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে খুলনা কৃষি অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৪

প্রকল্পেরউদ্দেশ্যঃ কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ ফসলের বৈচিত্রায়ন ।
ক) ক্লাইমেট-স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার ও পতিত জমি চাষের আওতায় আনার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ফসলের নিবিড়তা ১৭০% থেকে ১৭৫% উন্নীতকরণ; খ) পানি ব্যবস্থাপনা, মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও উচ্চমূল্যের আধুনিক জাতের ফল এবং সবজি আবাদ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন ৮%-১০% (সবজি ৯.৫২-১০.৫০ লক্ষ মে.টন এবং ফল ৩.৪১-৩.৭৫ লক্ষ মে.টন) বৃদ্ধিকরণ; গ) স্থানীয় অভিঘাত সহনশীল টেকসই জাত সম্প্রসারণ ও অভিযোজন কৌশলের মাধ্যমে ফসলের বৈচিত্রায়ন ;

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/২১-জুন/২৪
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৯৭১.০০লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৪টি জেলার ৩০টি উপজেলা।
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৫৪৭.০০লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৫৪১.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: আঞ্চলিক কর্মশালা-১টি,জেলা অবহিতকরণ কর্মশালা-৪ টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ১৬৬ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ৬ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ, প্রদর্শনী- ১৫০০টি, মাঠ দিবস- ১৫০টি।

৮। নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রমাণিত প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, পতিত জমি চাষের আওতায় আনা এবং একক ও বহুবিধ ফসলের আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, মাঠ পর্যায়ের কার্যকরী সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য কৃষি কর্মী ও কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, কৃষি উৎপাদন কার্যক্রমে মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৮-জুন/২৩
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৭৯৮৩.৭৮ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৫টি জেলার সকল উপজেলা।
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ২০১৩.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২০১০.৬৯ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: প্রদর্শনী- মাঠ দিবস- ১৯৮টি, আঞ্চলিক কর্মশালা- ২টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ২৫৫ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-৪ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ২২ব্যাচ, ।

৯। কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজে স্থাপিত উদ্ভিদসংগনিরোধ ল্যাবরেটরীকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবরেটরীতে রুপান্তর প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ উদ্ভিদ সংগনিরোধ কাযক্রমে বালাই সনাক্তকরণ আন্তর্জাতিকমানের ল্যাবরেটরী স্থাপনের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজের বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন করা এবং কৃষি পণ্য রপ্তানি ত্বরানিত করার মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যেরন্যায্যমূল্যপ্রাপ্তিতেসহায়তাকরা।
ক) উদ্ভিদ সংগনিরোধের জন্য আন্তর্জাতিক মানের Accredited ল্যাবরেটরী স্থাপনের মাধ্যমে আমদানিকারক দেশের আমদানি শর্তানুযায়ী ২৫-৩০% রপ্তানি বৃদ্ধি করা; খ) বালাই নির্ণয় ও সনাক্তকরণের সক্ষমতা অর্জনসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের উপযোগী প্রায় ৪০ জন দক্ষ জনবল তৈরি করা যাহা কৃষিপন্য আমদানি ও রপ্তানি কাজ চলমান রাখবে; গ) কৃষি পণ্যের আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপনের মাধ্যমে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে Market Access নিশ্চিত করা;

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ অক্টোবর’ ২০২১-জুন২০২৪

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৫৬৩৫.৮৯ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ১ টি উদ্ভিদসংগনিরোধ ল্যাবরেটরী
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৩৪৮.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৩৪১.২৩ লক্ষ টাকা।
২০২১-২০২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: জাতীয় কর্মশালা-১টি।

১০। বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ দেশের ৩টি পাহাড়ি জেলা সহ অন্যান্য জেলার অসমতল ও পাহাড়ি জমি এবং উপকূলীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের অব্যবহৃত জমি ও বসতবাড়ির চার পাশের জমিকে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের আওতায় এনে উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সমতল ভূমিতে অন্যান্য মাঠ ফসলের উৎপাদনের সুযোগ অক্ষুন্ন রাখা। দেশিয় ও রপ্তানিযোগ্য ফসলের ক্লাস্টার/ক্লাব ভিত্তিক উৎপাদন বিদ্যমান হর্টিকালচার সেন্টার সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এবং প্রস্তাবিত নতুন হর্টিকালচার স্থাপনের মাধ্যমে মান সম্পন্ন ও নতুন জাতের চারা/কলম উৎপাদন বৃদ্ধি। প্রদর্শনী ও অন্যান্য টেকসই পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্যান ফসলের আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ চাষী পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা, নারীর ক্ষমতায়ন, আয় বৃদ্ধি এবং উদ্যান বিষয়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৫- জুন/২৩।
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৬০২৮.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৪৮টি জেলার ৩৮৮টি উপজেলা।
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৬৩৪৯.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৬৩৪২.৭০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ- ৫টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ১৫৩৬ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ১০ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৪ ব্যাচ, প্রদর্শনী- ৪৮০৩টি, মাঠ দিবস- ১৬৪টি ।

১১। কৃষক পর্যায়ে উন্নত মানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ ইউনিয়ন ভিত্তিক বীজ এসএমই স্থাপনের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নত বীজ নিশ্চিতকরণ, উন্নত বীজ ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে ডাল,তেল ও মসলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি। ডাল, তেল ও মসলা আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মূদ্রার সাশ্রয়। মৌ চাষের মাধ্যমে ফসলের ফলন বৃদ্ধি এবং গ্রামিন কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সুষম মাত্রায় ডাল, তেল ও মসলা সরবরাহ করে মানব স্বাস্থ্যের পুষ্টি নিশ্চিত করা । উন্নত মানের বীজ ব্যবস্থাপনায় ও মৌ চাষে মহিলাদের অংশ গ্রহণে গ্রামিণ দারিদ্র হ্রাস। শস্য বিন্যাসে ডাল, তেল ও মসলা ফসল অন্তর্ভুক্ত করে পানি সাশ্রয় ও মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৭ -জুন/২২
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৮৩৪৪.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ বাংলাদেশের সকল জেলার সকল উপজেলা।
২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দঃ ৪২৪৬.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৪২৩০.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: মাঠ দিবস- ৪৭৩১টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ-৬৪টি, জাতীয় কর্মশালা-২টি, আঞ্চলিক কর্মশালা- ২৮ টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ৫৭ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ৫৭ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ১৮ ব্যাচ, প্রদর্শনী ৯৩৮৪ টি।

১২। সৌর শক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলট প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ সেচ কাজে সৌরশক্তি ব্যবহার করে জ্বালানি তেল/বিদ্যুৎ সাশ্রয় (৯৫-১০০%)। আধুনিক পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে সেচ দক্ষতা উন্নয়ন। ভূ-উপরিস্থ পানির নূন্যতম ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা । ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারেও উৎসাহিত করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা এবং সেচ খরচ কমানো। আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা ও পানি ব্যবহার সম্পর্কে কৃষকদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং সচেতন করে তোলা। সমন্বিত সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে গ্রামিণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২৩
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৮১৭১.৫৫ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৪১ টি জেলার ১০০টি উপজেলা।
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ২৭১৫.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২৬৯৬.২৯ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ- ১৫৩ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৪ ব্যাচ, মাঠ দিবস- ১৬৮টি।

১৩। ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (ডিএই অংগ)

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্প এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভাসমান কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার ঘটানো। বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত ভাসমান কৃষির উন্নত ও লাগসই প্রযুক্তি সমূহের বিস্তার ঘটানো এবং কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করা। ভাসমান কৃষির মাধ্যমে বারি/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত সবজি ও মসলা ফসলের আধুনিক জাতের বিস্তার ঘটানো। জলমগ্ন অবস্থায় ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে বহুমূখীকরণ এবং ভাসমান পদ্ধতিতে শাকসবজি ও মসলা চাষে ক্ষুদ্র কৃষকদের উৎসাহিত করা। মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সঞ্চালিত করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে কৃষি কাজে নিয়োজিত করা। চাষকৃত জমির অপ্রতুলতা রয়েছে এমন স্থানে জলমগ্ন জমিতে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে কচুরিপানা যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২৩
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৬৬৫.৫৭ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ২৪ টি জেলার ৪৬টি উপজেলা।
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৬০৫.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৬০৪.৯৭ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ- ২১১ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ৬ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-৩ ব্যাচ, মাঠ দিবস- ১৬৪টি, প্রদর্শনী-৩১০৫টি।

১৪। বাংলাদেশে শাক-সবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (ডিএই অংগ):

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য শাক সবজি, ফল ও পান ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনে বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা সমূহ সম্প্রসারণ করা। বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত কার্যকরী প্রযুক্তিসমূহের সম্প্রসারণের জন্য ব্লক প্রদর্শনীর ব্যবস্থাকরণ। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ওপর কৃষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা। রাসায়নিক বালাইনাশকের বিকল্প হিসেবে উদ্ভাবিত জৈব বালাইনাশকসমূহকে মাঠ পর্যায়ে সহজলভ্য করা। শাক-সবজি, ফল ও পান ফসলের গুণগতমান ও উৎপাদন বাড়ানোর ও বর্হিবিশ্বে রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জানুয়ারি/১৮-জুন/২২
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯০৪.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ২৯টি জেলার ৮৮টি উপজেলা।
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১১২.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১০৯.৬১৮ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: ব্লক প্রদর্শনী- ৫৫টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ৫৩ ব্যাচ, মাঠ দিবস- ২১টি।

১৫। কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ আবহাওয়া এবং নদনদীর সামগ্রীক অবস্থা সম্পর্কিত উন্নতমানের এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য কৃষকের কাছে পৌঁছানোর এবং এ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের উন্নত পদ্ধতি ব্যবহারে ডিএই'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। কৃষি উৎপাদন টেকসই করার লক্ষ্যে কৃষকের কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য পৌঁছে দেয়া এবং আবহাওয়া ও জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব সমূহের সাথে কৃষকের খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি প্রচলন করা এবং যথোপযুক্ত তথ্য উপাত্ত প্রণয়ন করা । কৃষি ক্ষেত্রে আবহাওয়া সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কৃষি আবহাওয়া এবং নদনদীর সামগ্রীক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাদি কৃষকের উপযোগী ভাষায় তৈরি বিভিন্ন সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকের কাছে পৌঁছে দেয়া। কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণের মাধ্যমে ডিএইর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই১৬-জুন/২৩
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২১২৩৭.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪ টি জেলার ৪৮৭ টি উপজেলা, ৪০৫১ টি ইউনিয়ন পরিষদ।
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৮৫৫৫.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: জাতীয় প্রশিক্ষণ- ৬৪৭ ব্যাচ, জাতীয় সেমিনার/ ওয়ার্কশপ - ৫টি,

১৬। জগন্নাথপুর এবং মোহনগঞ্জ উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (এটিআই) স্থাপন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ (ক) সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় এবং নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (এটিআই) স্থাপন, (খ) বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের অধীন চার বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সের আওতায় ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, (গ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অন্যান্য কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (এটিআই) এর ন্যায় প্রতিটিতে শিক্ষা ও প্রশাসনিক ভবন, ছাত্রাবাস (২০০ জন) ও ছাত্রীনিবাস (২০০ জন), অধ্যক্ষের জন্য বাসভবন, কর্মকর্তাদের জন্য ডরমিটরী, কর্মচারীদের জন্য ডরমিটরী, অতিথিশাল, মাল্টিপারপাস হলরুমসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ, (ঘ চার বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা, (ঙ) কৃষিতে খামার যান্ত্রিকীকরণে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/২১- জুন/২৬
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৫৬০৮.১০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ২ টি জেলার ২টি উপজেলা
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৬৮.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৫১.৮৭ লক্ষ টাকা।

১৭। বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠী, বরগুনা, মাদারীপুর ও শরিয়তপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ পতিত জমি চাষের আওতায় আনা এবং একক ও বহুবিধ ফসলের আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি করণ, আধুনিক ও এলাকা উপযোগী প্রযুক্তির মাধ্যমে ফলনের তারতম্য কমিয়ে এবং কৃষি সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ, পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে অভিযোজনের মাধ্যমে সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি এবং উপযোগী ফসল ও জাত সম্প্রসারণ।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৮- জুন/২৩
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১১১৯১.৩০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৭ টি জেলার ৪৫টি উপজেলা।
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১৪৭২.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১৪৬৯.০০ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কর্মশালা- ১টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ২১৯ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ১১ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ, প্রদর্শনী- ৬৫৭টি।

১৮। পরিবেশ বান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কৃষকের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করা, প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে প্রমাণিত আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ অক্টোবর/১৮- জুন/২৩
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৭২১৩.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৭৬১টি জেলার ৩১৭টি উপজেলা।
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৩২১৮.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৩২০৬.৬৮ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ- ৫ ব্যাচ, প্রদর্শনী- ৬২২৪টি, মাঠ দিবস- ২০৭৪টি।

১৯। স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস (এস এ সি পি) প্রজেক্টঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো জলবায়ুর পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্যের বহুমুখিকরণ ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৮- জুন/২৪
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩৩৪৮.০৯ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ১১টি জেলার ৩০টি উপজেলা।
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৪৪০০.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৪৩৮৮.০৪ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: প্রদর্শনী- ২৩৫০ টি, মাঠ দিবস- ৪৭০টি, কর্মশালা- ৬টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ১৭২৫ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ- ৬ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৬ ব্যাচ, ওয়ার্কশপ - ৭টি।

২০। রংপুর বিভাগ কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ রংপুর বিভাগে দারিদ্র বিমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৮- জুন/২৩
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১১৩২২.৯২ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ রংপুর বিভাগের সকল জেলা ও উপজেলা।
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৯৪০.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৮৮৪.৮০ লক্ষ টাকা।
২০২১--২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক গ্রুপ ফরমেশন- ৩০০০টি, টিওটি প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ১০ ব্যাচ, পরিকল্পনা কর্মশালা-১টি, কৃষক প্রশিক্ষণ-৬০০ ব্যাচ, মটিভেশনাল ট্যুর (কৃষক)-১৬ ব্যাচ, মটিভেশনাল ট্যুর (কর্মকর্তা)- ৩, মটিভেশনাল ট্যুর (এসএএও)-৩ ব্যাচ, রিভিউ ওয়ার্কশপ-১ টি, ফলজ বৃক্ষরোপণ ১ লক্ষ টি।

২১। কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালকিরণ প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং অবকাঠামো ও সুবিধাদি উন্নয়নের মাধ্যমে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন কৃষি ডিপ্লোমাধারী জনবল তৈরি করা।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৮- জুন/২২
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৩৫০৯.৫০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ সকল কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৩৭৪৮.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৩৬২৫.৯৪ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ১০ ব্যাচ, আবাসন মেরামত- ১৬টি, সীমানা প্রাচীর মেরামত- ৮২২৫ রা. মিটার, ভুমি ও খামার উন্নয়ন-৩৩০৫০ ঘনমিটার, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ৬৭৭০ রানিং মি:।

২২। লেবু জাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্প এলাকায় লেবু জাতীয় ফল চাষ নিবিড়করণ ও ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, মাল্টা ও কমলা উৎপাদনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়, লেবু জাতীয় ফলের মাতৃ বাগান স্থাপন, প্রকল্প এলাকায় মহিলা কৃষকদের আয় বৃদ্ধিকরণ, প্রকল্প এলাকার বাহিরের কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ মার্চ/১৯- ডিসেম্বর/২৩
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১২৬৪৩.৫০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৩০টি জেলার ১২৩টি উপজেলা।
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ২৬৩৯.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২৬৩৮.২০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: জাতীয় কর্মশালা-২টি, আঞ্চলিক কর্মশালা- ৭টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ৪৫২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ৩১ ব্যাচ, প্রদর্শনী-১১৮৭০টি, মাঠ দিবস- ১২১ টি, ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন-৪৫টি।।

২৩। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম,ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ সঠিক সময়ে সঠিক মূল্যে সঠিক জাতের উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ সহজলভ্য করে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানসম্পন্ন ধান, গম ও পাট বীজ চাষী পর্যায়ে উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। চাষী পর্যায়ে এলাকা ভিত্তিক লাগসই নুতন জাত সম্প্রসারণ করা। উন্নতমানের বীজ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রামীন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীন দারিদ্র নারীদের ক্ষমতায়ননের মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ ফেব্রুয়ারি/১৯- জুন/২৩
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৬৯৫৬.৬১ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৬১টি জেলার ৪৬৭টি উপজেলা।
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৫৩৯০.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৫৩৬৮.২০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: আঞ্চলিক কর্মশালা- ১১টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ৫৬১০ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ৪০ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৪০ ব্যাচ, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ- ১৩ ব্যাচ, প্রদর্শনী (বোরো ধান)- ৩০৫০টি, আউশ ধান-১৪০০টি, গম-৭০০টি, নাবী পাট-৩৭০টি, মাঠ দিবস- ৬৯৫টি।
২৪। কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্পঃ
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্প এলাকায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে এ ধরনের ফসলের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা। বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত আলু, মিষ্টিআলু, ওলকচু, মুখিকচু, পানিকচু, লতিকচু, কাসাভা ও গাছআলুর প্রমাণিত জাতসমূহ সম্প্রসারণ করা। সুবিধাবঞ্চিত ও সিডর আক্রান্ত এলাকায় প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ, প্রদর্শনী কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, কন্দাল ফসলের আবাদ বৃদ্ধি ও পুষ্টিমান উন্নয়ন করা। বিদেশে কন্দাল ফসল রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ র্মাচ/১৯- ডিসেম্বর/২৩
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৫৬৩১.৮৯ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৬০টি জেলার ১৫০টি উপজেলা।
২০২১-২২অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৩১৭৫.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৩৯৭৩.৬৮৯ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ- ২১০৬ ব্যাচ, এএএও প্রশিক্ষণ-১৬ ব্যাচ, স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ-১০ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৫ ব্যাচ, প্রদর্শনী (আলু)- ৬০০টি, মিষ্টি আলু -১৫০০টি, গাছ আলু-১১০০টি, কাসাভা-৫০০টি, মূখীকচু-১০০০টি, পানিকচু-১৩৬০টি, ওলকচু-১২০০টি, লতিকচু-১২৫৩টি, আঞ্চলিক কর্মশালা-৫টি, মাঠ দিবস-৭৯৭টি, জাতীয় কর্মশালা-১টি।

২৫। আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্প এলাকায় শস্য নিবিড়তার হার ২৩৭% হতে ২৪২% এ উন্নীতকরণ। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত ফসলের উৎপাদন ১০-১৫% বৃদ্ধিকরণ; তম্মধ্যে ধান-১২%, গম-১০%, ভুট্টা-১০%, ডাল ফসল-১২%, তেল ফসল-১২%, মশলা -১৩%, সবজি-১৫% এবং ফল-১৪%। প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা। কৃষকদের আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ব্যয় কমানো।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জানুয়ারি/২০- ডিসেম্বর/২৪
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৪৭০২.৮৫০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ রাজশাহী বিভাগের ৮টি জেলার সকল উপজেলা।
২০২১-২২অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৩১৯৫.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৩১৮৯.১৬৭ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: উপজেলা পর্যায়ে কৃষক প্রশিক্ষণ- ৭৮২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-৫২ ব্যাচ, স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষন-২ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ১০ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-৪৮ব্যাচ, প্রদর্শনী ৫৩৯৭ টি, জাতীয় কর্মশালা-১টি।

২৬। সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি করে ফসলের ১০%- ১৫% অপচয় রোধ এবং চাষাবাদে ৫০% সময় ও ২০% অর্থ সাশ্রয় করা। সমন্বিতভাবে সমজাতীয় ফসল চাষাবাদ করে কৃষি যন্ত্রপাতির ৫০% কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা। কৃষি উৎপাদন ব্যয় হ্রাসকরণ এবং ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে পোস্ট হারভেস্ট ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাসকরা।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/২০- জুন/২৫
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩০২০০৬.৯০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪টি জেলার সকল উপজেলা।
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৭৬৪৯৯.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৭৬২১২.৩২ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে কম্বাইন হারভেস্টর-৩৯৭৫টি, রিপার-৬৬৯টি, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার-২২টি,সিডার ২৪৯৬টি, পাওয়ার থ্রেসার ১৭৭৭টি, মেইজ শেলার ২০৮টি, ড্রায়ার ১১টি, পাওয়ার স্প্রেয়ার ২০টি, জাতীয় কর্মশালা-১টি, আঞ্চলিক কর্মশালা-২টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ৫২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-২০০ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ১৬ ব্যাচ।

২৭। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চরের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্প এলাকার শস্যের গড় নিবিড়তা ২০৮% থেকে ২-৩% বৃদ্ধি। বহুমূখী শস্য আবাদ এলাকা ১২,৮৯,৬৯৪ হেক্টর থেকে ২-৩% বৃদ্ধি।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/২০- জুন/২৫
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১২৩৬৫.৫৭ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ৬টি জেলার ৬০টি উপজেলা।
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২৯৮৬.৪৩ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ- ৩০০ ব্যাচ, এএএও প্রশিক্ষণ-৫ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ, প্রদর্শনী ৩৫০৭টি, মাঠ দিবস-৫২০টি।

২৮। তেল জাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ তেল জাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে ভোজ্য তেলের চাহিদাপূরণ ও আমদানি ব্যয় হ্রাস করা। প্রচলিত শস্য বিন্যাসে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রমাণিত স্বল্পমেয়াদি তেল ফসলের আধুনিক জাত অন্তর্ভুক্ত করে বর্তমান তেল ফসলের আবাদি এলাকা ৭.২৪ লক্ষ হেক্টর থেকে ১৫-২০% বৃদ্ধি করা। বিএআরআই ও বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত তেল ফসলের আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং মৌচাষ অন্তর্ভুক্ত করে তেলজাতীয় ফসলের হেক্টর প্রতি ফলন ১৫-২০% বৃদ্ধি করা। ব্লক ভিত্তিক কৃষক গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে তেল ফসলের আবাদ সম্প্রসারণ এবং টেকসই করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/২০- জুন/২৫
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২২২১৬.৮৭ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪টি জেলার ২৫০টি উপজেলা।
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৫২৬২.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৫২১২.০৩ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ- ২০৫ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-৬০ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৮ ব্যাচ, আঞ্চলিক কর্মশালা-৭টি,প্রদর্শনী ৫০৩৭টি, মাঠ দিবস-৩০৯ টি। ।
২৯। ভু-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্প এলাকায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে এ ধরনের ফসলের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা। বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত আলু, মিষ্টিআলু, ওলকচু, মুখিকচু, পানিকচু, লতিকচু, কাসাভা ও গাছআলুর প্রমাণিত জাতসমূহ সম্প্রসারণ করা। সুবিধাবঞ্চিত ও সিডর আক্রান্ত এলাকায় প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ, প্রদর্শনী কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, কন্দাল ফসলের আবাদ বৃদ্ধি ও পুষ্টিমান উন্নয়ন করা। বিদেশে কন্দাল ফসল রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/২০- জুন/২৩
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৯৪.৯৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ১৫টি জেলার ২৩টি উপজেলা।
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৯০.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৮৩.৪৯ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ- ৫০ ব্যাচ, প্রদর্শনী ১৮টি।

৩০। অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টিবাগান স্থাপন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনাবাদি পতিত ও অব্যহৃত বসতবাড়ি চাষের আওতায় আনা, বছরব্যপি ৫০৩১৬০ টি কৃষক পরিবারেরর পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য সবজি ও মসলা জাতীয় ফসল উৎপাদন, ১৭৭১২০ জন কৃষক-কৃষাণী এবং ৫৭৬০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জানুয়ারি/২১- ডিসেম্বর/২৩
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৩৮৪৭.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৬০টি জেলার ৪৯২টি উপজেলা।
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৮০১৫.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৮০০৫.৮৯ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ- ১৬১৭ব্যাচ, এএএও প্রশিক্ষণ-৭২ ব্যাচ, পারিবারিক সবজি পুষ্টি বাগান স্থাপন- ৯৩০২৫টি, স্যাঁতস্যাঁতে জমিতে কচু জাতীয় সবজি উৎপাদন- ২৪৫০টি, ছায়াযুক্ত জমিতে আদা/হলুদ উৎপাদন- ২৪৫৫টি, বিষয় ভিত্তিক সেমিনার ২০টি।

৩১। কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ কাজুবাদাম ও কফির জাত ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন ৫০% বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান উৎপাদন এলাকা ২০০০ হেক্টর হতে ৬০০০ হেক্টর বৃদ্ধি করা, উৎপাদিত কাজুবকাদাম ও কফির দেশের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক আয় বৃদ্ধি করা, প্রকল্প এলাকায় কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দারিদ্র বিমোচন ও পুষ্টি উন্নয়ন সহায়তা করা, পাহাড়ী এলাকায় পতিত জমি কাজে লাগিয়ে স্বল্প পুজিতে আগ্রহী ও অগ্রগন্য কৃষকদের দ্বারা উৎপাদিত কাজুবাদাম ও কফি প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জানুয়ারি/২১- ডিসেম্বর/২৫
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৫৮৫৪.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৭ টি বিভাগের ১৯ জেলার ৬৬ উপজেলা ও ৩০ টি হর্টিকালচার সেন্টার।
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৩২০০.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৩১৯৯.০০ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ- ৬০১ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-৩ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ, প্রদর্শনী- ৪০০০টি।

আরএডিপি বহির্ভুত প্রকল্পঃ

১। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ ১)আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও ফসলের জাত মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করে কৃষি উৎপাদনশীলতা ১০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করে কৃষকের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। ২)সিলেট অঞ্চলে ৭১,২৭২ হেক্টর পতিত জমি আবাদের অন্তর্ভুক্তকরণ। ৩)ফসলের উন্নত জাত, মান সম্মত বীজ, মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, জৈব সার ও জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষিতাত্ত্বিক পরিচর্যা, সেচ ব্যবস্থাপনা এবং শস্যের বহুমুখীকরণ চর্চার মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের গড় ফলন পার্থক্য ৫% হ্রাস করা। ৪)আয়বর্ধক কার্যক্রমে নুন্যতম ৫% মহিলাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে কৃষকের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জানুয়ারি/২২-ডিসেম্বর/২৬
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২০০৫৪.৩৯ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৪টি জেলার ৪০টি উপজেলা ।
২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৮৫.৬৭ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৮৫.৪৭৭ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ-৪০ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-৪ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ১ ব্যাচ, প্রদর্শনী- ৭০টি, কম্পিউটার-২ টি, ফটোকপিয়ার- ১টি, এসি-১ টি, জাতীয় কর্মশালা -১টি ।

চ. রাজস্ব বাজেটে কর্মসূচিঃ

২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৪টি কর্মসূচি চলমান/বাস্তবায়িত হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ৭.২০৫৬৬ কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় ৬.৯৫১৫০কোটি টাকা। আর্থিক অগ্রগতি বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৬.৪৭%। কর্মসূচিগুলো হলোঃ

১। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কন্ট্রোলরুমসমূহের সংস্কার ও আধুনিকীকরণ এর মাধ্যমে রিপোটিং ও মনিটরিং কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন কর্মসূচি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ ১৪টি অঞ্চলের কন্ট্রোল রুম সংস্কার ও আধুনিকীকরণ করা, রিপোর্টিং ও মনিটরিং কার্যক্রম ডিজিটাইলেজশন এর মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে সঠিক ও বাস্তবসম্মত রিপোর্ট।

কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/২০-জুন/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৯৫.৩১৬ লক্ষ টাকা

২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দঃ ১৬৩.৪১৬ লক্ষ টাকা

২০২১-২২অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১৬৩.০৯৫লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন-১৬টি, ১ টি সার্ভাসহ ১৪ টি নেট ওয়ার্টিং সিস্টেম সম্পন্ন, জাতীয় কর্মশালা-১টি।

২। বাংলাদেশের অপ্রচলিত ও বিলুপ্ত প্রায় ফল উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচি (আতা, শরিফা, বিলিম্বি, করমচা, গাব, বিলাতী গাব, বিচিকলা, গোলাপজাম, ডেওয়া, আঁশফল, জামরুল, বেল, কদবেল, চালতা, তিতিজাম ইত্যাদি)।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ কর্মসূচি এলাকায় অপ্রচলিত ও বিলুপ্ত প্রায় নতুন মিশ্র ফল বাগান স্থাপনের মাধ্যমে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিতসহ বিলুপ্তপ্রায় ফল গাছ সংরক্ষণ করে ভিশন ২০২৩১ ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/২০-জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৫০.৯৩ লক্ষ টাকা

২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দঃ ১২৬.৩৭লক্ষ টাকা

২০২১-২২অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১২৬.৩৬ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ - ২৮ ব্যাচ, প্রদর্শনী- ৩০২ টি ।

৩। ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী ও নারায়নগঞ্জ জেলায় উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফল এবং সবজি উৎপাদন, বাজারজাতকরণ কর্মসূচি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ কর্মসূচি এলাকায় উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ ফল ও সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাত ব্যবস্থার উন্নয়ন করা ।

কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/২০১৯ -জুন/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৫৪.০০ লক্ষ টাকা **২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দঃ** ১২২.৭৫ লক্ষ টাকা

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১২২.৭৫ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: প্রদর্শনী- ২৬২ টি, কৃষক প্রশিক্ষণ-১৩২ ব্যাচ, জাতীয় কর্মশালা-১টি।

৪। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সদর দপ্তর এবং আঞ্চিলক কার্যালয়সমূহের লাইব্রেরি সংস্কার, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ নিরাপদ ও মান সম্পন্ন ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্য সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ কর্মীসহ সকল শ্রেণির মানুষের জন্য তা সহজলভ্য করা, ডাটাবেজ, আর্কাইভস এবং ডকুমেন্টশন হিসেবে ব্যবহার করা।

কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৯-জুন/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৭৮১.০০ লক্ষ টাকা

২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দঃ ৩০৮.০৩ লক্ষ টাকা

২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২৮২.৯৫ লক্ষ টাকা।

২০২১-২২অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: ইন্টারনাল ডেকোরেশন(ফলস্ সিলিং ও স্পট লাইটিং)-১টি, মেইন ডোর (পাসিং কেবল বক্সসহ) সম্পন্ন।

ব্যয়- ২

বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রামত সমন্বিত প্রতিবেদন

অর্থনৈতিক কোডওয়ারি অনুন্নয়ন ব্যয়

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ঃ ১৪৩ কৃষি মন্ত্রণালয়

অধিদপ্তর/পরিদপ্তর ঃ ১৪৩০২ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

(হাজার টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	প্রাক্কলিত ব্যয়				মোট বাজেট বরাদ্দ/প্রাক্কলিত ব্যয় ২০২১-২২	মন্তব্য
		প্রথম কোয়ার্টার	দ্বিতীয় কোয়ার্টার	তৃতীয় কোয়ার্টার	চতুর্থ কোয়ার্টার		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
প্রধান কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	২৭৪৩০০	২৩৯৯১৫	২৫৪৪১২	৫৩৪৪৪৮	১৩০৩০৭৫	
	প্রকৃত	২৭২৩৩৫	২৬২৯৭০	১৯৫১৩৭	৪৫২৪৮০	১১৮২৯২২	৯০.৭৮%
অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়সমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	৫৫২১১	৪৮৮৬১	৫০৬০৯	১০৩০২৬	২৫৭৭০৭	
	প্রকৃত	৫৫১৩২	৪৭৭২০	৪৬২৪১	৮৮৭৫২	২৩৭৮৪৫	৯২.২৯%
উপপরিচালকের কার্যালয়সমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	২৭৫৬১৩	২৫৮৭৩৮	২৭৯১৩৬	৪৫৫৩২১	১২৬৮৮০৮	
	প্রকৃত	৩০৮৩৪০	২৫৫০১৩	২৭৭৯৭৭	৩২৭১৭৮	১১৬৮৫০৮	৯২.০৯%
উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যলয়সমূহ অনুন্নয়ন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	৩৩৯৩৬৩৪	২৮০৩৩৮০	২৯৬৮৭৮০	৪৬১৩০৩৩	১৩৭৭৮৮২৭	
	প্রকৃত	৩৬৭৩১১৭	২৭৮৯৫৬৩	২৯০৬৩৬৭	৩৮৫২২৭৫	১৩২২১৩২২	৯৫.৯৫%
মেট্রোপলিটন থানা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়সমূহ অনুন্নয়ন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	৫৬০৫২	৪৭৩০৯	৪৭৮০৩	৮১১৯৩	২৩২৩৫৭	
	প্রকৃত	৫৭৯২৪	৪৫১৯৮	৪৩০৪৪	৬৮৯৯২	২১৫১৫৮	৯২.৬০%
হর্টিকালচার সেন্টার সমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	২১৮২৩৩	২০৬৮৩৯	২১৫২২৫	৩৩৮০৯২	৯৭৮৪৮৯	
	প্রকৃত	২২৪০৬০	১৯০৪০৮	২১২৪৮৭	২৭৩৫০৭	৯০০৪৬২	৯২.০৩%
উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রসমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	৩৪৩৮৭	৩৪৯৩৪	৩৬১৫৪	৬৪৯০৩	১৭০৩৭৮	
	প্রকৃত	৩৭৭০৪	২৭৩৬৩	৩৩৬২৩	৪৯৭২৫	১৪৮৪২৪	৮৭.১১%
কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ							

অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	১৫৫১৯০	১২৭১৮৮	১৪১৩২০	২১৩৫৪৭	৬৩৭২৪৫	
	প্রকৃত	১৩৮০৮৯	১১৩১৭৮	১২৮৬৮৯	১৯৭১৬২	৫৭৭১১৮	৯০.৫৬%

ব্যয়- ২

বাজেট বাস্ত্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রামত্ম সমন্বিত প্রতিবেদন

অর্থনৈতিক কোডওয়ারি অনুন্নয়ন ব্যয়

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

অধিদপ্তর/পরিদপ্তর ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

(হাজার টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	লক্ষ্যমাত্রা				মোট বাজেট বরাদ্দ/প্রাক্কলিত ব্যয় ২০২১-২২	মন্তব্য
		প্রথম কোয়ার্টার	দ্বিতীয় কোয়ার্টার	তৃতীয় কোয়ার্টার	চতুর্থ কোয়ার্টার		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
সর্বমোটঃ							
	লক্ষ্যমাত্রা	৪৪৬২৬২০	৩৭৬৭২৬৪	৩৯৯৩৪৩৯	৬৪০৩৫৬৩	১৮৬২৬৮৮৬	
	প্রকৃত	৪৭৬৬৭০১	৩৭৩১৪১৩	৩৮৪৩৫৭৪	৫৩১০০৭১	১৭৬৫১৭৫৯	৯৪.৭৬%

ঝ) উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

- ২০২১-২২ অর্থবছরে বোরো ধান উৎপাদনের পরিমাণ ২০৯.৭৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ০.২৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন বেশী।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে আলু উৎপাদনের পরিমাণ ১১০.৫৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ৪.০৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন বেশী।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে পেঁয়াজ উৎপাদনের পরিমাণ ৩৬.৪০৯ লক্ষ মেট্রিক টন যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১.৩৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন বেশী।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে সব্জি উৎপাদনের পরিমাণ ২১৬.৭০৩ লক্ষ মেট্রিক টন যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১৬.১৯০ লক্ষ মেট্রিক টন বেশী ।

ঞ) উপসংহারঃ

দেশের ক্রমবিকাশমান অর্থনীতির ধারাকে আরো বেগবান করার জন্য বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের নির্দেশনা ও জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮ বাস্তবায়নের নিমিত্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ‘আমার গ্রাম আমার শহর’, ‘কৃষিকে আধুনিকীকরণ ও বাণিজ্যিকিকরণ’, ‘নিরাপদ ফসল উৎপাদন’, ‘কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ’ ইত্যাদি নিশ্চিতকরণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ইতোমধ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুধামুক্ত দেশ থেকে বাংলাদেশ আজ পুষ্টি সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্যের বাংলাদেশের দিকে এগুচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ভিশন হলো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে পুরোপুরি দারিদ্রমুক্ত করে অর্জিত উন্নয়ন টেকসই করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। সরকারের ভিশন বাস্তবায়নে দেশের জনগণের দীর্ঘমেয়াদী পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যে স্বয়ংপম্পূর্ণতা অর্জনের টেকসই রূপ দিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ট) নির্বাহী সারসংক্ষেপঃ

২০২১-২২ অর্থবছরে মোট দানাদার শস্যের (চাল- ৩৮৯.৩৬+ গম- ১১.৬৭৩+ ভুট্টা- ৫৬.২৯৭) উৎপাদন হয়েছে ৪৫৭.৩৩ লক্ষ মে.টন, ডাল জাতীয় ফসলের উৎপাদন হয়েছে ৮.৩৮৩ লক্ষ মে.টন, তেল জাতীয় ফসল উৎপাদন হয়েছে ১২.৩১৮ লক্ষ মে.টন, মসলা জাতীয় ফসলের উৎপাদন ৪৭.৬৮৩ লক্ষ মে. টন, আলু উৎপাদন হয়েছে ১১০.৫৮৩ লক্ষ মে.টন এবং পাট উৎপাদন হয়েছে ৮৪.৩২৪ লক্ষ বেল । উন্নতমানের ধান, গম, পাট এবং ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন ও ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন ও মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের কলাকৌশল বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মানসম্পন্ন ভাল বীজ ব্যবহারে কৃষকদেরকে উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল ও মানসম্পন্ন বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মীরা কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ (আলোক ফাঁদ, হলুদ/সাদা ফাঁদ, ফেরোমন ফাঁদ), পার্চিং, প্যাকিং, ব্যগিং কৌশল ব্যবহার করে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। শস্য বহুমূখীকরণের লক্ষ্যে দক্ষিণাঞ্চলে মুগ, খেসারী, বারি মসুর, ফেলনসহ বিভিন্ন ডাল ফসল সম্প্রসারণ কার্যক্রম ও বিভিন্ন রকম তৈল ফসল বিশেষ করে তিল, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫ ইত্যাদি আবাদ উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে উক্ত ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ (প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, চাষী র‌্যালী, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, প্রযুক্তি মেলা, কর্মশালা ইত্যাদি) এবং প্রতিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শতকরা ৩০ ভাগ কৃষাণীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।